



334353 - করোনো মহামারীর পরিস্থিতিতে একজন মুসলমিরে শরিয়ত অনুমোদিত করণীয় কী?

প্রশ্ন

করোনো ভাইরাস (কোভিড-১৯) বিস্তারনে এ দিনগুলোতে একজন মুসলমিরে করণীয় কী? কভিবে আল্লাহ তাআলা আমাদের উপর থেকে এই বিপদ উঠিয়ে নবিনে? জাযাকুমুল্লাহু খাইরা।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

বিপদাপদ ও মহামারী দেখা দিলে এর প্রতিকার হচ্ছে— আল্লাহর কাছে তাওবা করা, তার কাছে অনুনয়-বনিয়রে সাথে দোয়া করা, আত্মসাৎকৃত সম্পদ ফরিয়ে দোয়া, বেশি বেশি ইস্তিফার, তাসবহি পড়া ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দরুদ পড়া, আল্লাহর কাছে সুস্থতার জন্য দোয়া করা, সুরক্ষামূলক ও চিকিৎসার উপায়গুলো গ্রহণ করা; যমেন-কোয়ারেন্টাইন বা পৃথক থাকা এবং টীকা ও চিকিৎসা পাওয়া গেলে সেগুলো গ্রহণ করা।

১। তাওবা ও দোয়া করা:

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبِئْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ (42) فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

الأنعام/42, 43

"আর অবশ্যই আমরা আপনার আগে বহু জাতির কাছে রাসূল পাঠিয়েছি। অতঃপর তাদেরকে সম্পদে সংকট ও শারীরিক দিয়ে পাকড়াও করছিলাম, যাতনে করে তারা কাকূত-মিনতি করে। আফসোস! তাদের উপর যখন আমাদের শাস্তি আপততি হল তখন তারা যদি অনুনয়-বনিয় করত? বরং তাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গিয়েছিল এবং তারা যা করছিল শয়তান তা তাদের দৃষ্টিতে সুশোভিত করছিল।"[সূরা আনআম; ৬:৪২-৪৩]

ইবনে কাছরি (রহঃ) বলেন: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبِئْسَاءِ এখানে البِئْسَاءِ অর্থ: দারিদ্র ও জীবিকার সংকট। الضراء: রোগবালাই, ব্যথ্যা-বদেনা। يتضرعون অর্থ: যাতনে তারা আল্লাহকে ডাকে, মিনতি করে এবং ভীত হয়।



আল্লাহ তাআলা বলেন: **فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا** করে। আফসোস! তাদের উপর যখন আমাদের শাস্তি আপতিত হল তখন তারা যদি অনুনয়-বনিয় করত? অর্থাৎ যখন আমরা তাদেরকে এসব দিয়ে পরীক্ষা করলাম তখন কনে তারা আমাদের কাছে মনিত করল না, নিজেরে দীনতা প্রকাশ করল না!! বরং তাদের অন্তর কমেল হয়নি এবং ভীত হয়নি।

**وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ** তারা যা করছিলি তথা শরিক ও পাপ শয়তান তা তাদের দৃষ্টিতে সুশোভিত করছিলি।"[সমাপ্ত]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন:

**أُولَآ يَرُونَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَكَّرُونَ**

التوبة/126

"তারা কি দেখে না যে, তারা প্রতি বছর একবার বা দুইবার পরীক্ষার মুখোমুখি হয়। এরপরও তারা তাওবা করে না এবং উপদশে গ্রহণ করে না।"[সূরা তাওবা, ৯:১২৬]

কোন পাপ ছাড়া পরীক্ষা অবতীর্ণ হয় না এবং তাওবা ছাড়া পরীক্ষার অবসান হয় না; যমেনটি বলছেন আল-আব্বাস (রাঃ) তাঁর বৃষ্টপিরার্থনার দোয়াতে।

হাফযে ইবনে হাজার (রহঃ) ফাতহুল বারী গ্রন্থে (২/৪৯৭) বলেন: "যুবাইর বনি বাক্কার 'আল-আনসাব' নামক গ্রন্থে এই ঘটনায় আব্বাস (রাঃ) এর দোয়ার ভাষা এবং যে সময়ে দোয়াটি করছেন সটো উল্লেখ করছেন। তিনি তাঁর নিজস্ব সনদে বর্ণনা করেন যে, যখন উমর (রাঃ) তার মাধ্যমে বৃষ্টি চয়ে দোয়া করালনে তখন তিনি বললেন: হে আল্লাহ! কোন বালা (পরীক্ষা) গুনাহ ছাড়া নাযলি হয়নি এবং তাওবা ব্যতীত এর অবসান হয়নি।"[সমাপ্ত]

২। ইস্তিগফার: এটি হচ্ছে সুস্বাস্থ্য, শক্তি লাভ ও সুখী জীবন যাপন করার কারণ:

আল্লাহ তাআলা বলেন:

**وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تَوَبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ**

هود/3

"আরও যে, তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা কর, অতঃপর তার কাছে তাওবা কর (ফরিে আস)। তাহলে তিনি তোমাদেরকে একটি নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত উত্তম জীবন উপভোগ করতে দবেন এবং তিনি প্রত্যকে সৎকর্মশীলকে তার



সৎকৰ্মৰে প্ৰতিদিন দান কৰবনে।"[সূৰা হুদ, ১১: ৩]

তিনি আৰও বলনে:

وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ

হুদ/52

"হে আমাৰ সম্প্ৰদায়! তোমোৱা তোমাদেৱে ৰবৰে কাছতে ক্ৰমা প্ৰাৰ্থনা কৰ, অতঃপৰ তাঁৰ কাছতে তাওবা কৰ (ফৰি আস), তাহলে তিনি তোমাদেৱে উপৰ মুষলধাৰে বৃষ্টি বৰ্ষণ কৰবনে। আৰ তিনি তোমাদেৱেৰে আৰো শক্তি দিয়ে তোমাদেৱে শক্তি বৃদ্ধি কৰবনে। তোমোৱা অপৰাধী হয়ে মুখ ফৰিয়ে নও না।"[সূৰা হুদ, ১১: ৫২]

৩। তাসবীহ পাঠ কৰা:

আল্লাহ তাআলা জানিয়েছেনে যে, ইউনুস (আঃ) তাসবীহ পাঠ কৰাৰ মাধ্যমে বপিদ থেকে মুক্তি পয়েছেনে। এৰ মাধ্যমে তিনি ইঙ্গতি কৰছেনে যে, এৰ দ্বাৰা মুমনিগণও মুক্তি পাবে। আল্লাহ তাআলা বলনে:

وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ \* فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ

الأنبياء/87 – 88

"আৰ স্মরণ কৰুন, যুন্-নূনকে যখন তিনি ক্ৰোধ ভৰে চলে গিয়েছিলনে এবং মনে কৰছিলনে যে, আমোৱা তাকে পাকড়াও কৰব না। তাৰপৰ অন্ধকাৰে থেকে তিনি الظَّالِمِينَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (আপনি ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নহে; আপনি কতইনা পবিত্ৰ। নশ্চয়ই আমি যালমেদেৱে অন্তৰ্ভুক্ত হয়ে গছো) বলে ডাকলনে। তখন আমোৱা তাৰ ডাকে সাড়া দিয়েছিলোম এবং তাকে দুশ্চিন্তা হতে মুক্ত কৰছিলোম। আৰ এভাবেই আমোৱা মুমনিদেৱেৰে উদ্ধাৰ কৰে থাকি।"[সূৰা আল-আম্বিয়া, ২১: ৮৭-৮৮]

তিনি আৰও বলনে:

فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ \* لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ

الصفات/143

"অতঃপৰ তিনি যদি আল্লাহৰ পবিত্ৰতা ও মহিমা ঘোষণাকাৰীদেৱে অন্তৰ্ভুক্ত না হতনে, তাহলে তাকে উত্থানৰে দিন



পর্যন্ত তার পটে (মাছের পটে) থাকত হত।"[সূরা আস-সাফাত, ৩৭: ১৪৩-১৪৪]

সাদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "মাছের পটে থেকে মাছওয়ালা (অর্থাৎ ইউনুস আঃ)-এর দোয়া:

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

(আপনি ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই; আপনি কতইনা পবিত্র। নশ্চয়ই আমি যালমেদরে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছি)

এটি দিয়ে কোন মুসলমি ব্যক্তি কোন ব্যাপারে দোয়া করলে আল্লাহ তার দোয়া কবুল করেন।"[মুসনাদে আহমাদ (১৪৬২) ও সুনানে তরিমযি (৩৫০৫), আলবানী হাদসিটিকে সহহি বলছেন]

ইবনুল কাইয়যমে (রহঃ) বলেন: "যে কোন নবী যখনই বপিদরে শকার হয়েছে তাঁরা তাসবীহ পাঠ করার মাধ্যমে সাহায্য চয়েছেন।"[আল-জাওয়াব আল-কাফী (পৃষ্ঠা-১৪) থেকে সমাপ্ত]

৪। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দুরূদ পড়া দুশ্চিন্তা ও বপিদ দূর হওয়ার মহান একটা কারণ:

উবাই বনি কাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: যখন রাত্রির দুই তৃতীয়াংশ অতবাহতি হত তখন তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়িয়ে বলতেন: "হে লোকসকল! আল্লাহকে স্মরণ করুন। আল্লাহকে স্মরণ করুন। রাজফি (প্রথম ফুৎকার) তো এসেই গলে। এরপর আসবে রাদফি (দ্বিতীয় ফুৎকার)। মৃত্যু এর মধ্যে যা কিছু আছে সব নিয়ে উপস্থতি। মৃত্যু এর মধ্যে যা কিছু আছে সব নিয়ে উপস্থতি। উবাই (রাঃ) বলেন, আমি বললাম: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আপনার উপর বেশী বেশী দুরূদ পড়তে চাই। আমি আমার দোয়ার কতটুকু আপনার জন্য রাখব? তিনি বললেন: তুমি যতটুকু চাও। তিনি বলেন: আমি বললাম: এক চতুর্থাংশ? তিনি বললেন: তুমি যতটুকু চাও; যদি এর চয়ে বাড়াও তাহলে সটো তোমার জন্য কল্যাণকর। আমি বললাম: অর্ধেক? তিনি বললেন: তুমি যতটুকু চাও; যদি এর চয়ে বাড়াও তাহলে সটো তোমার জন্য কল্যাণকর। তিনি বলেন, আমি বললাম: তাহলে দুই তৃতীয়াংশ? তিনি বললেন: তুমি যতটুকু চাও; যদি তুমি এর চয়ে বাড়াও তাহলে সটো তোমার জন্য ভাল। আমি বললাম: আমার দোয়ার সবটুকু? তিনি বললেন: তাহলে তোমার দুশ্চিন্তা দূর করা হবে এবং তোমার গুনাহগুলো মাফ করে দোয়া হবে।"[মুসনাদে আহমাদ (২১২৪২) ও সুনানে তরিমযি (২৪৫৭); এ ভাষ্যটি তরিমযিরি]

ইমাম আহমাদের ভাষ্য হচ্ছে: "উবাই বনি কাব (রাঃ) তার পতি থেকে বর্ণনা করেন যে, এক লোক বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ! যদি আমি আমার দোয়ার পুরাতুকু আপনার উপরে দুরূদ পড়ি? তিনি বললেন: তাহলে আল্লাহ তোমার দুনিয়া ও আখরাতের দুশ্চিন্তা দূর করে দিবেন।"[আলবানী ও মুসনাদের মুহাক্ককিগণ হাদসিটিকে হাসান বলছেন]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াকে এ হাদসিরে ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেসে করা হয়েছিল যা ইবনুল কাইয়যমে "জালাউল



আফহাম" (পৃষ্ঠা-৭৯) নামক গ্রন্থে উল্লেখ করছেন তিনি বলেন: "উবাই বনি কাব (রাঃ) এর নজিস্ব একটা দোয়া ছিল যা দিয়ে তিনি নিজেরে জন্ম দোয়া করতেন। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসে করলেন: "তিনি কি এ দোয়ার এক চতুর্থাংশ তাঁর উপর দুরূদ পড়ার জন্ম নরিদষ্টি করবনে। তখন তিনি বললেন: যদি তুমি এর চয়ে বাড়াও তাহলে সটো তোমার জন্ম ভাল। তখন উবাই বললেন: তাহলে অর্ধকে? তিনি বললেন: যদি এর চয়ে বাড়াও তাহলে সটো তোমার জন্ম ভাল। এক পর্যায়ে উবাই বললেন: আমার দোয়ার সবটুকু আপনার জন্ম নরিদষ্টি করব। অর্থাৎ আমার দোয়ার সবটুকু আপনার উপর দুরূদ পড়ার জন্ম নরিদষ্টি করব। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: তাহলে তোমার দুশ্চিন্তা দূর করা হবে এবং তোমার গুনাহগুলো মাফ করে দেয়া হবে। যহেতে যবে ব্যক্ত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর একবার দুরূদ পড়বে আল্লাহ তার উপর দশবার রহমত নাযলি করনে। তার দুশ্চিন্তা দূর করে দনে। তার গুনাহ মাফ করে দনে।"[সমাপ্ত]

৫। সকাল-সন্ধ্যায় সুস্থতার জন্ম দোয়া করা শরয়িতসম্মত; এটি আরও তাগদিপূর্ণ হয় মহামারী বসিতারের সময়:

আব্দুল্লাহ বনি উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: যখন ভোর হত কিংবা সন্ধ্যা হত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দোয়াগুলো পাঠ করা বাদ দতিনে না:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي،  
وَأَمِنْ رُوعَاتِي، اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْ، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ  
تَحْنِي

"হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট দুনিয়া ও আখরোতের সুস্থতা-নরিপত্তা প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ক্ষমা ও নরিপত্তা প্রার্থনা করছি আমার দ্বীনদারিও দুনিয়ার, আমার পরিবার ও সম্পদরে। হে আল্লাহ! আপনি আমার গোপন ত্রুটসিমূহ ঢকে রাখুন, আমার উদ্বগ্নিতাকে নরিপত্তায় পরিণত করে দনি। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে হফিযত করুন আমার সামনের দকি থেকে, আমার পছিনের দকি থেকে, আমার ডান দকি থেকে, আমার বাম দকি থেকে এবং আমার উপররে দকি থেকে। আর আপনার মহত্বেরে উসীলায় আশ্রয় চাই আমি নিচি থেকে হঠাৎ ধ্বংস হওয়া থেকে।" অর্থাৎ ভূমি ধ্বংস থেকে।[মুসনাদে আহমাদ (৪৭৮৫), সুনানে আবু দাউদ (৫০৭৪), সুনানে ইবনে মাজা (৩৮৭১)]

আব্দুর রহমান বনি আবু বাকরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, তিনি তার পতিকে বললেন: আব্বু, আমি আপনাকে প্রতিদিন সকালে দোয়া করত শুন:

اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي سَمْعِي، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

"হে আল্লাহ! আমার দহে আমাকে পরিপূর্ণ সুস্থতা-নরিপত্তা দান করুন। হে আল্লাহ, আমার শ্রবণযন্ত্রে আমাকে



পরপূরণ সুস্থতা-নরিপত্তা দান করুন। হে আল্লাহ, আমার দৃষ্টিশক্তি আমাকে পরপূরণ সুস্থতা-নরিপত্তা দান করুন। আপনি ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নাই।" আপনি যখন ভোরে উপনীত হন ও সন্ধ্যায় উপনীত হন তখন তনিবার এ দোয়াটি আবৃত্তি করেন। তখন তিনি বললেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ বাক্যগুলো দিয়ে দোয়া করতে শুনছি। আমি তাঁর আদর্শে অনুসরণ করতে পছন্দ করি।"

এ প্রসঙ্গে হাদিসে উল্লেখিত উপকারী দোয়াগুলোর মধ্যে রয়েছে:

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই বলে দোয়া করতেন:

**اللَّهُمَّ مَتَّعْنِي وَبَصْرِي وَاجْعَلْهُمَا الْوَارِثَ مِنِّي، وَأَنْصُرْنِي عَلَى مَنْ يَظْلِمُنِي، وَخُذْ مِنْهُ بَأْرِي**

"হে আল্লাহ! আমার করণ ও চক্ষু দ্বারা আমাকে উপকৃত করুন এবং এ দুটোকে আমার উত্তরাধিকারী করুন। যবে লোক আমার প্রতি অবচিার করে তার বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করুন এবং আমার পক্ষ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করুন।"[সুনানে তরিমযি] "এ দুটোকে "আমার উত্তরাধিকারী করুন" এর অর্থ হল আমার মৃত্যু পর্যন্ত এ দুটোকে আমার জন্য সুস্থ রাখুন।

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন: "হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই শ্বভৌ রোগ, পাগল হওয়া, কুষ্ঠরোগ ও সকল খারাপ রোগ থেকে।"[মুসনাদে আহমাদ (১৩০০৪), সুনানে আবু দাউদ (১৫৫৪), সুনানে নাসাঈ (৫৪৯৩)]

উসমান বনি আফ্ফান (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনছি তিনি বলেন: "যবে ব্যক্তি তনিবার বলবে:

**بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ**

(আমি আশ্রয় চাচ্ছি আল্লাহর নামে। যার নামে আশ্রয় চাইলে জমিনে ও আসমানের কোন কিছু ক্ষতি করে না। তিনি হচ্ছনে- সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ) ভোর হওয়া পর্যন্ত সে ব্যক্তিকে কোন আকস্মিকি বালাই আক্রমণ করবে না। আর কটে যদি সকালে এ দোয়াটি তনিবার বলবে সন্ধ্যা হওয়া পর্যন্ত কোন আকস্মিকি বালাই তাকে আক্রমণ করবে না।"[মুসনাদে আহমাদ (৫২৮), সুনানে আবু দাউদ (৫০৮৮), সুনানে ইবনে মাজাহ (৩৮৬৯)]

৬। উপায়-উপকরণ গ্রহণ করা; যমেন কয়োৱনেটাইন ও চকিৎসা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শে এর প্রমাণ রয়েছে— চকিৎসা গ্রহণের নরিদশে দোয়ার মধ্যে, রোগ থেকে সুরক্ষা গ্রহণের ইশারার মধ্যে, অসুস্থকে সুস্থের সাথে একত্রিত না করার নরিদশের মধ্যে এবং প্লগেরোগে আক্রান্ত এলাকার উদ্দেশ্যে ভ্রমণ না করার নরিদশের মধ্যে।



নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "তোমরা চকিৎসা গ্রহণ কর। আল্লাহ তাআলা এমন কোন রোগ সৃষ্টি করেননি যার রোগের ঔষধ সৃষ্টি করেননি; কেবল একটি রোগ ছাড়া সটেই হল— বারধক্য।"[মুসনাদে আহমাদ (১৭৭২৬), সুনানে আবু দাউদ (৩৮৫৫), সুনানে তরিমযি (২০৩৮) ও সুনানে ইবনে মাজাহ (৩৪৩৬); আলবানী সহহি সুনানে আবু দাউদ গ্রন্থে হাদিসটিকে সহহি বলছেন]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "যে ব্যক্তিসকালে ৭টি আজওয়া খজুর খাবে সতিনি কোন বিষ বা যাদু তার ক্ষতি করবে না।"[সহহি বুখারী (৫৭৬৯) ও সহহি মুসলিম (২০৫৭)]

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "উটরে মালকি যনে অসুস্থ উটগুলোকে সুস্থ উটগুলোর মাঝে প্রবেশ না করায়।"[সহহি বুখারী (৫৭৭১) ও সহহি মুসলিম (২২২১)]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন: "যদি তোমরা কোন এলাকায় প্লেগেরোগে আক্রান্তের কথা শুন তাহলে সেখানে প্রবেশ করো না। আর তোমরা যখনে আছ সেখানে প্লেগেরোগে দেখা দিয়ে তাহলে তোমরা সেখান থেকে বের হবো না।"[সহহি বুখারী (৫৭২৮) ও সহহি মুসলিম (২২১৮)]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।